بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

জুমু'আর খুতবা (৭ আগষ্ট ২০০৯)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৭ আগষ্ট, ২০০৯-এর (৭ ওফা, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـــه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاط الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (সূরা আল্ মো'মেন:১৬) যিনি রাফিয়ুদ্দারাজাত (মর্যাদা বৃদ্ধিকারী), অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি তাঁর পছন্দ মোতাবেক যার উপর চান আদেশ-বাণী অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ তিনি সেই বাণীসহ প্রেরণ করেন যা আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চারী বাণী হয়ে থাকে, যা আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের জীবিত করে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করে যে, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং এ পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার পরই স্থায়ী জীবন আরম্ভ হয়ে থাকে। তাই পরীক্ষাস্থল– এই পৃথিবীতে এমন সব কাজ কর যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়।

প্রতিটি জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন। আর বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং তিনি (সা.)-এর সাথে গভীর প্রেম ও ভালবাসার কারণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন। সে-ই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি মাহ্দী হবেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং ইসলামের বিকৃত অবস্থা শুধরানোর জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন। অতএব এই রূহ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার সেই পবিত্র কালাম (বাক্যালাপ), যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে করেন। এটিই আধ্যাত্মিক জীবনের পাথেয় যা মানুষকে সহজ-সরল পথে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহামও হয়েছে, **يُلقي الروح على من يشاء من عباده (ইয়ুলকীর রূহা আলা মাইয়্যাশাউ মিন ইবাদিহী)**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর অর্থ করেছেন,

তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার উপর তিনি তাঁর রূহ অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ তাঁকে নবুয়তের পদমর্যাদা দান করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরেকটি ইলহাম রয়েছে; আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন:

أنت مني بمنـــزلة روحي (আনতা মিন্নি বে মানযিলাতির্ রূহী) অর্থাৎ তুমি আমার রূহ সমতুল্য।

অতএব এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ, তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর চান তাঁর প্রতি এই রূহ অবতীর্ণ করে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেন। যা পবিত্র কুরআনের একস্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, **نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** (সূরা আল্ আন'আম:৮৪) অর্থাৎ আমরা যাকে চাই পদমর্যাদায় উন্নীত করি, তোমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী। অতএব উচ্চমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই দান করে থাকেন। এ পৃথিবীতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য তাঁর নবী, আউলিয়া এবং নৈকট্য প্রাপ্তদেরকে প্রেরণ করে থাকেন, একইসাথে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি পরম প্রজ্ঞার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানীও।

উৎকর্ষ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে, তিনি কখন, কাদের মধ্য থেকে কাকে তাঁর বিশেষ বাণীসহ পৃথিবীর মানুষকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করবেন। সেই পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ ও মাহদীরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও তাঁর আখারীনদের মাঝে আবির্ভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মসীহ্ ও মাহদীর অবস্থান, মর্যাদা এবং একটি বিশেষ নিদর্শনের কথা বলে মহানবী (সা.) উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে তাঁকে মেনে নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর এ বাণীকে মুসলমানরা যদি গভীর মনোযোগের সাথে এবং স্বচ্ছ মনমানসিকতা নিয়ে পাঠ করতো ও শুনত তবে মহানবী (সা.)-এর এই প্রকৃত প্রেমিকের বিরোধিতা তারা কখনোই করত না বরং তাঁকে কবুল করার প্রতি মনোযোগ দিত। মহানবী (সা.) মসীহ্'কে নবী ও তাঁর খলীফার মর্যাদা দান করেছেন এবং বলেছেন, যারাই তাঁর সন্ধান পাবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে।

এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটা বিস্তারিত হাদীসও অন্যান্য বইতে রয়েছে। তিবরানীর– মো'জেমুল কবীর, আবু দাউদ এবং মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও আছে। এরপর তিনি (সা.) তাঁর মাহদী সম্পর্কে যিনি মসীহ্ও, একটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যা সুনানে দার কুত্বনীতে রয়েছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন বাকের (হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র ও হযরত ইমাম আলী জয়নুল আবেদীনের পুত্র) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন আমাদের মাহ্দীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি অবধি অন্য কারো সত্যতা প্রমাণের জন্য এভাবে প্রদর্শিত হয়নি অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে। তিনি (সা.) বলেছেন আল্লাহ্ তা'লা যখন থেকে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন– নিদর্শনরূপে তা এর পূর্বে কখনো প্রদর্শিত হয়নি।

সুতরাং এক্ষেত্রে এই মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করার জন্য মহানবী (সা.) একটি অসাধারণ ঐশী নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা অত্যন্ত মহিমার সাথে ১৮৯৪ সনে পূর্ণ হয়েছে। সেখানে 'লে মাহ্দীঈনা' অর্থাৎ 'আমাদের মাহ্দীর জন্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'ইন্না লে মাহ্দীইনা আয়াতাইনে' অর্থাৎ আমাদের মাহ্দীর জন্য দু'টি নিদর্শন রয়েছে। এখানে 'আমাদের মাহ্দী' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি (সা.) তার (মসীহ্র) প্রতি স্বীয় ভালবাসা ও নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এখন আমি এ বিষয়টি বলতে চাই, মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে যাঁরই আসার কথা ছিল তাঁর একটা মর্যাদা আছে এবং তাঁর আগমনের লক্ষণাবলীই পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সমর্থনে আমরা এসব নিদর্শনাবলী (পূর্ণ হতে) দেখতে পাই। আর এগুলো দেখে একজন পুণ্য স্বভাবের মানুষ আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়। তাঁর এই মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাহায্যের কি-কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর তাঁকে মহান মর্যাদা প্রদানের কীরূপ অঙ্গীকার করেছেন এবার তা শুনুন। এই অঙ্গীকার তাঁর দাবীর যুগেই পূর্ণ হওয়া আরম্ভ হয় আর আল্লাহ্ তা'লা সেই অঙ্গীকার এখনো পূর্ণ করে চলেছেন। নবীদের বিরোধিতা হয়ে থাকে, তাঁরও হয়েছে এবং হচ্ছে। জামাতে আহমদীয়ার বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর মর্যাদাকে সেই সময়ও সমুন্নত রেখেছেন যখন তিনি দাবী করেছেন এবং এখনো করছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন: **يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك إنك بأعيننا يرفع الله ذكرك ويُتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة (ইয়া আহমাদু ফাযাতির্ রাহ্মাতু আলা শাফাতাইকা ইন্নাকা বিআ'য়ুনিনা ইয়ার ফাউল্লাহু যিকরাকা ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহু আলাইকা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে)** [রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত তাযকিরাহ্, পৃ: ৫৪১-৫৪২, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪] অর্থাৎ হে আহমদ! তোমার ওষ্ঠাধর থেকে কল্যাণধারা উৎসারিত হচ্ছে। তুমি আমার চোখের সামনে আছ। খোদা তোমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি করবেন। ইহ ও পরকালে তিনি তাঁর নিয়ামতকে তোমার জন্য পরিপূর্ণ করবেন।

তারপর আরেকটি ইলহাম হল: **حماك الله، نصرك الله، رفع الله حجة الإسلام. جمالٌ، هو الذي أمشاكم في كل حال. لا تُحاط أسرار الأولياء (হামাকাল্লাহু নাসারাকাল্লাহু রাফাআল্লাহু হুজ্জাতাল ইসলামে জামালুন হুয়াল্লাযি আমশাআকুম ফি কুলে হাল, লা তুহাতু ইসরারুল আওলিয়ায়ে)** [প্রাগুক্ত, পৃ:৭৪] অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সহায়তা করবেন। আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ ইসলামের সত্যতার প্রমাণকে সমুন্নত করবেন। জামালে ইলাহী (অর্থ্যাৎ ঐশী সৌন্দর্য্য) যা সকল অবস্থায় তোমাকে পূত-পবিত্র করেছে। খোদার ওলীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের যে রহস্য আছে তা আয়ত্বের বাইরে। কেউ কোন রাস্তায় তাঁর দিকে আকর্ষিত হয় এবং কেউ অন্য কোন রাস্তায় ।

অতএব আজ খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে দেখতে হলে এবং তাঁর সৌন্দর্য্য অবলোকন করতে হলে মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিক ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হলেই তা সম্ভব। খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ করে কেউ কি নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে? খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যারোপকারীকে আজ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমনটি হয়নি। সেই খোদা যিনি নিজ বান্দার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করেন, এটি তাঁর এক সত্য ও প্রেরিতের বাণী যাঁর সাথে তিনি বাক্যালাপ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। তাই প্রতিনিয়ত আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা ভিন্ন মহিমায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখতে পাই।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে এই অঙ্গীকারও করেছিলেন, **وضَعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكـــرك (ওয়াযা'না আনকা বিযরাকালাযি আনকাযা যাহরাকা ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাকা)** [প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪] অর্থাৎ আমরা তোমার সেই বোঝা লাঘব করেছি যা তোমার কটিদেশ ভেঙ্গে দিচ্ছিল এবং আমরা তোমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, মহামহীম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আজ এ ইলহাম হয়েছে **يا عبد الرافع إني رافعك إلي إني مُعزُّك لا مانع لمـــا أعطـــي (ইয়া আব্দার রাফে'য় ইন্নি রাফিউকা ইলাইয়্যা ইন্নি মুইয্যুকা লা মানেয়া লেমা উ'তি)** [প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭] অর্থাৎ হে উচ্চ মর্যাদা প্রদানকারী খোদার বান্দা! আমি তোমাকে আমার পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা দান করবো। আমি তোমাকে সম্মান ও বিজয় দান করবো আর আমি যা কিছু দিব তা কেউ রুখতে পারবে না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে আশিস দান করেছেন এবং যা তাঁর জামাতের জন্যও প্রবহমান রয়েছে তা কোন জাগতিক শক্তি বন্ধ করতে পারবে না।

আর একটি ইলহাম হলো: **إني معك يا إمامٌ رفيـــع القـــدر (ইন্নি মাআকা ইয়া ইমামু রাফিউল কাদরে)** [প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩০] অর্থাৎ হে মহা মর্যাদাশালী ইমাম! আমি তোমার সাথে আছি।

এ কয়েকটি ইলহাম বর্ণনা করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যেখানে শান্তনা দিয়েছেন সেখানে তিনি তাঁর সমর্থনে জমিনী ও আসমানী নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জামাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, সে এ কথার সাক্ষী যে, খোদা তা'লা তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদাকে চেনার শক্তি দান করেছেন। আর যে সুস্থ্য মনোভাব রাখে এবং প্রকৃতির, আল্লাহ্ তা'লা তার হেদায়াতের ব্যবস্থা করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এবং তাঁর পদমর্যাদাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে অগণিত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যা বলে শেষ করা যাবে না। এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সেই কয়েকটি কথার উল্লেখ করবো যা তিনি তাঁর পুস্তক 'আনজামে আথমে' লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসবকে তাঁর মোকাম,

মর্যাদা এবং সম্মানের কারণ বলে অভিহিত করেছেন। 'আনজামে আথম' পুস্তকটি মূলত: তিনি আব্দুল্লাহ্ আথমের মৃত্যুতে লিখেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ আথম সেই ব্যক্তি ছিল যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন।

আব্দুল্লাহ আথম ছিল একজন পাদ্রী। তার মৃত্যুতে কতিপয় আলেম এবং সাজ্জাদনশীন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এটিকে তাঁর সত্যতার কোন নিদর্শন বলে স্বীকার করেনি। এই প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের সবাইকে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন আর আরবীতে একটি চিঠি লিখেন। চিঠি নয় বরং এটি ছিল দু'শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পুর্ণাঙ্গ বই। এতে তিনি তাঁর স্বপক্ষে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ বইটির শেষে তিনি (আ.) উর্দূতে একটি পরিশিষ্ট লিখেন। তাতে তিনি মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর একটি ভিত্তিহীন আপত্তি খন্ডন করেন যা মৌলবী আব্দুল হক গযনবী সম্পর্কে সে করেছিল। বইটির টীকায় তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সমর্থন এবং সম্মানজনক পদমর্যাদা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে কিছু তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে সকল বিষয় আয়াত **'আল্ আকবাতু লিলমুত্তাকীন' (খোদাভীরুদের পরিণামই শুভ হয়) অনুযায়ী আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে, স্মরণ থাকে যে সেগুলো নিম্নে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হল।'** তিনি বলেন, **'প্রথম কথা হল, আথমের বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর সেই দিন ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে যা বারাহীনে আহমদীয়াতে লেখা আছে। ইলহাম অনুসারে আথম মারা যায় আর এভাবে সব বিরোধীদের মুখ কালিমালিপ্ত হয়। তাদের সব মিথ্যা আনন্দ ধুলিস্যাৎ হয়। এই নিদর্শন পুর্ণ হবার সংবাদে শত শত হৃদয়ের অবিশ্বাস দূর হয়েছে আর হাজার হাজার চিঠি এর সত্যায়নে পৌঁছেছে এবং বিরোধীদের ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর সেই লাঞ্ছনা নিপতিত হয়েছে যার ফলে তাদের এখন মুখ খোলার আর অবকাশ নেই।'**

এরপর বলেন, **'সেই বিষয় যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা আরবী পুস্তিকা সমূহের এই সমষ্টি যা বিরোধী মৌলবী ও পাদ্রীদের লাঞ্ছিত করার জন্য লেখা হয়েছে। আর তার একটি হলো এই আরবী পত্র যা এখন প্রকাশিত হলো। (যা তিনি আনজামে আথমে অন্তর্ভূক্ত করেছেন)। তার অন্য ভাই কি এই পুস্তিকাসমূহের ভয়ে মারা গেছে? কিছুই লিখতে পারলো না-(এটা আব্দুল হক সম্পর্কে বলা হচ্ছে) পৃথিবীবাসী এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আরবী জানার সম্মান এই ব্যক্তি অর্থ্যাৎ এই লেখকের জন্যই স্বীকৃত [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য] যাকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এই সব মৌলবীরা হল জাহেল বা অজ্ঞ।'**

তিনি বলেন, **'এই অধম আরবীর একটি সিগাও জানেনা বলে মোহাম্মদ হুসেইন বাটালভীর যে অপবাদ রয়েছে এখন খোদা তা'লা তাও অপসারণ করেছেন আর মোহাম্মদ হুসেইন ও অন্যান্য বিরোধীদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন; সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার।'**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'তৃতীয় বিষয় যা আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো – আমার সেই গ্রহণযোগ্যতা যা মোবাহেলার পর গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোবাহেলার পূর্বে আমার সাথে সম্ভবত তিন চারশ' লোক ছিল। কিন্তু এখন আট সহস্রাধিক এমন মানুষ রয়েছেন যারা এ পথে নিবেদিত আছেন। (এটা ১৮৯৩ এর কথা)। যেভাবে উৎকৃষ্ট জমিতে ফসল দ্রুততার সাথে বেড়ে উঠে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক সেভাবে এ জামাতের উন্নতিও অসাধারণভাবে সাধন হচ্ছে। পুণ্যাত্মারা এদিকে ছুটে আসছেন এবং খোদা তা'লা পৃথিবীকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করছেন।'** আল্লাহ্ তা'লার এই নিদর্শন আমরা আজ অবধি পূর্ণ হতে দেখছি যার কিছুটা আমি জলসার বক্তব্যেও উল্লেখ করেছিলাম।

তিনি (আ.) বলেন, **'মোবাহেলার পর এমন আশ্চর্যজনক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যা দেখে এক গভীর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। দু'একটি ইট থেকে আজ প্রাসাদে রূপ নিয়েছে, এক দু'ই ফোটা পানিকে এখন নহর মনে হয়** (আর দেখুন, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আজ এ নহরগুলো বড় বড় নদী বরং উত্তাল নদীর রূপ ধারণ করছে, সব ধরণের বিরোধিতা সত্ত্বেও মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভূক্ত হচ্ছে)। তিনি (আ.) বলেছেন, **'ফিরিশ্তা কাজ করে চলেছে এবং হৃদয়ে জ্যোতি সঞ্চার করছে। সুতরাং দেখ! কত মহান সম্মান লাভ করেছি। সত্যি করে বল, এটা খোদা তা'লার কাজ না-কি মানুষের?'**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন- **'যে বিষয়টি মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তাহলো, একই রমযানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ। হাদীস গ্রন্থে শতশত বছর ধরে লিখিত চলে আসছে যে, মাহদীর সত্যায়নের জন্য রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে। আজ পর্যন্ত এমন কোন মাহদীর দাবীদার অতিবাহিত হয়েছে বলে কেউ লিখেনি যার সম্মানে খোদা একই রমযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়েছে। সুতরাং মোবাহেলার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।'**

তিনি (আ.) বলেন:- **'হে অন্ধরা! এখন ভেবে দেখ! মোবাহেলার পর এ সম্মান কে পেয়েছে? আব্দুল হক আমার লাঞ্ছনার মানসে দোয়া করত। কিন্তু এটা কি হলো, আকাশও আমাকে সম্মান দেয়ার জন্য ঝুঁকলো? তোমাদের মধ্যে কি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিও নেই, যে এ বিয়ষটি নিয়ে ভাববে? তোমাদের মধ্যে কি একটি হৃদয়ও এমন নেই, যে এ বিষয়টি বুঝবে? পৃথিবীও সম্মান দিয়েছে আর একইসাথে আকাশেও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'**

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, **'পঞ্চম বিষয় যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো, আমি যে কুরআনের জ্ঞান রাখি তার অকাট্য প্রমাণ। আমি এ জ্ঞান লাভ করেছি; আব্দুল হকের দল হোক বা (মোহাম্মদ হুসেইন) বাটালভীর সাঙ্গপাঙ্গ হোক বস্তুত সকলকে উচ্চস্বরে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে, আমাকে কুর'আনের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম রহস্য শিখানো হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারও এ সামর্থ্য নেই যে. আমার সামনে কুরআনের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের মোকাবেলা করতে পারে। সুতরাং এই ঘোষণার পর তাদের মধ্য থেকে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। বরং সকল লাঞ্ছনার মূল অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিয়েছে।'**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'সে সময় কেরামাতুস্ সাদেকীন' নামক বইটি লেখা হয়। এই মু'জেযার বা নিদর্শনের বিপরীতে কোন ব্যক্তি একটি শব্দও লিখতে পারলো না।'** তিনি (আ.) আরও বলেন-**'এর মাধ্যমে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, মোবাহেলার পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্মান দান করেছেন?'**

তিনি (আ.) বলেন, 'ষষ্ঠ বিষয় যা মুবাহেলার পর আব্দুল হকের লাঞ্ছনা ও আমার সম্মানের কারণ হয়েছে তাহলো: **'আব্দুল হক মোবাহেলার পর একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে, তার ঘরে এক পুত্র সন্তান হবে এবং আমিও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে 'আনওয়ারুল ইসলাম' পুস্তকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও কৃপায় আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। যার নাম শরীফ আহমদ।'** এখানে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। **'এখন সে প্রায় পৌনে দুই বছরের। আব্দুল হককে এখন এটা জিজ্ঞেস করা উচিত, মোবাহালায় প্রদত্ত কল্যাণের প্রমাণ মূলক তার সেই সন্তান কোথায়?'** তিনি (আ.) বলেন **'এটা লাঞ্ছনা বৈ আর কী! সে যা বলেছে তার কিছুই পূর্ণ হয় নি এর বিপরীতে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহামের ভিত্তিতে আমি যা কিছু বলেছি খোদা তা'লা তা পূর্ণ করেছেন।'**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'সপ্তম বিষয়টি যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির ও গ্রহণযোগ্যতার কারণ হয়েছে তা, খোদা তা'লার সাধু প্রকৃতির বান্দাদের সেই নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ ও উদ্দীপনা যা তারা আমার সেবার জন্য প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সেসব আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নিয়ামত এবং কল্যাণরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য আমার কখনও হবে না যা মোবাহালার পর আমি লাভ করেছি। আধ্যাত্মিক পুরস্কার সমূহের দৃষ্টান্ত আমি পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনরূপে আমাকে কুরআনের জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞান দান করেছেন। এর বিপরীতে আব্দুল হক কেন, বরং সকল বিরুদ্ধবাদীই লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি এটা জেনে গেছে যে, এরা শুধু নাম সর্বস্ব মৌলভী।'**

তিনি (আ.) বলেন- **'জাগতিক কল্যাণরাজী যা আমাকে মোবাহালার পর দান করা হয়েছে তা হলো সেই আর্থিক বিজয় সমূহ যা আল্লাহ্ তা'লা এ দরবেশ খানার জন্য অবারিত রেখেছেন। মোবাহেলার দিন থেকে এ পর্যন্ত অদৃশ্য হতে ১৫ হাজারের মত রূপী হস্তগত হয়েছে যা এই জামাতের কাজে ব্যয় হয়েছে।**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত ইবাদতকারী বান্দা আমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যারা নিজের ধন-সম্পদ এ কাজে খরচ করাকে সৌভাগ্য বলে মনে করেন।**

এরপর তিনি কয়েকজন নিষ্ঠাবানের নাম উল্লেখ করে বলেন, **'যারা হাজার হাজার রূপী ইসলাম তথা আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য প্রদান করেছেন এবং মাসে-মাসেও দিয়ে যাচ্ছেন।'** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে অর্থ, সংখ্যা এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার ঐশী সাহায্যের নিদর্শন আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতিই আসল উন্নতি যা হওয়া উচিত।

তিনি (আ.) বলেন- **'অষ্টম বিষয় যা মোবাহালার পর, আমার সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রকাশিত হয়েছে তাহলো 'সত বচন' পুস্তিকার রচনা। এ পুস্তিকা রচনার জন্য খোদা তা'লা আমাকে সেই উপকরণ প্রদান করেছেন যা তিনশত বছর থেকে কারও দৃষ্টি গোচর হয়নি।'** এটা চোলা বাবা নানক সম্পর্কে বলেছেন

যা এতদিন থেকে সংরক্ষিত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটা প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে বাবা নানক মুসলমান ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন **'এ পুস্তকে বাবা নানকের ব্যাপারে আমি প্রমাণ করেছি যে, বাবা সাহেব আসলে মুসলমান ছিলেন। আর তিনি লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ যপ করতেন। তিনি খুবই পূণ্যবান লোক ছিলেন এবং তিনি দু-বার হজ্জও করেছেন।'** এ চোলা বা জোব্বাকে এক সময় লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এখন তা তার বংশধরদের কাছে সুরক্ষিত আছে। আমাদের জলসায় বেদী সাহেব নামে একজন শিখ অতিথিও এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, এটি তাদের পরিবারের কাছে সুরক্ষিত আছে।

তিনি (আ.) বলেন **'আরেকটি নিদর্শন হলো,'নবম বিষয় যা মোবাহালার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো, এ সময়ের ভেতর আট সহস্রাধিক মানুষ আমার হাতে বয়'আত করেছে। অনেকে কাদিয়ান এসে বয়'আত করেছেন এবং অনেকে চিঠির মাধ্যমে তওবা করেছেন। সুতরাং আমি নিশ্চিত জানি যে, আদম সন্তানের এত বড় একটি গোষ্ঠির তওবার মাধ্যম যে আমাকে করা হয়েছে তা সেই গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন যা খোদার সন্তুষ্টি লাভের পর অর্জিত হয়। আর আমি দেখছি আমার হাতে বয়'আতকারীদের মাঝে দিন দিন পুণ্য ও ত্বাকওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।'**

যেভাবে আমি বলেছি, পুণ্য ও ত্বাকওয়া-ই হচ্ছে সেই বিষয় যা জামাতের সদস্যদের মাঝে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া যথেষ্ট নয়। কাজেই আহমদীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'আমি অধিকাংশকে দেখি যে, তারা সেজদায় কাঁদে আর তাহাজ্জুদে আহাজারি করে। অপবিত্র হৃদয়ের লোক এদেরকে কাফির বলে কিন্তু এরা ইসলামের প্রাণ (জীবন শিরা)।'** অতএব এ হলো সেই মাপাকাঠি যার উপর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজও অনেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং আমাদেরকে এই মানে অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'এখন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ভেবে দেখা উচিত, আব্দুল হকের সাথে মোবাহেলার পর এই বাগানের কত অসাধারণ উন্নতি ও সজীবতা অর্জিত হয়েছে! যার চোখ আছে সে দেখতে পারে যে, খোদা তা'লার মহিমাই এটা করেছে। অমৃতসরে আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত রয়েছে, লাহোর, শিয়ালকোট এবং কপুরথলায় আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত আছে আর তারা নিজেদের মাঝে সেই নিষ্ঠার জ্যোতি ও ভালবাসা রাখেন, যদি একবার কোন অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোক কোন জনসমাবেশে তাদের মুখ দেখে– তবে নিশ্চিত বুঝবে যে, খোদা তা'লার মু'জেযাই তাদের হৃদয়ে এই নিষ্ঠা সঞ্চার করেছে। তাদের চেহারায় ভালবাসার আলো ঝলমল করছে। এটি প্রথম জামা'ত যাদেরকে খোদা তা'লা সত্যতা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন।'**

এ পর্যায়ে আমি এই দৃষ্টিকোণ এসব স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এই শহরগুলো এবং ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের বলছি, আপনারা আপনাদের পিতৃপুরুষের সেসব আন্তরিকতা ও ত্যাগের কথা সর্বদা স্মরণ রাখুন এবং এতে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকুন কেননা এটি এমনই যা জামাতের উন্নতির কারণ হবে এবং আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে

সত্যিকারভাবে সম্পৃক্ত করে সেসব কল্যাণের ভাগী করবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন। আজ ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য জামাতেও এই আন্তরিকতা সৃষ্টি হচ্ছে; হোক তা ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকা। সুতরাং প্রতিটি জামাতকে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং উন্নতি অব্যাহত থাকা উচিত।

এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'দশম বিষয়টি হচ্ছে, মোবাহেলার পর যা আমার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা লাহেরের সর্ব-ধর্ম সম্মেলন। এ জলসা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। যে প্রকৃতির এবং যে ধরনের প্রাঞ্জল গ্রহণযোগ্যতা আমার প্রবন্ধ পাঠে প্রতিভাত হয়েছে এবং যেমন আন্তরিক আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে মানুষ আমাকে ও আমার প্রবন্ধকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে তা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে আপনারা অনেক সাক্ষ্য শুনেছেন। সর্বধর্ম সম্মেলনে এই প্রবন্ধটির এমন অসাধারণ প্রভাব পড়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ফিরিশ্তারা আকাশ হতে নূরের পেয়ালা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রতিটি হৃদয় এর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে যেন কোন অদৃশ্য হাত তাদেরকে অবলীলায় মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে যখন মানুষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একথা বলে উঠেছিল, আজ যদি এই প্রবন্ধ না হতো তবে মুহাম্মদ হুসেইন প্রমূখের কারণে ইসলামকে অপদস্ত হতে হতো। সবাই বলছিল, আজ ইসলামের বিজয় হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এ বিজয় কি একজন দাজ্জালের প্রবন্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে?**

পুনরায় বলছি, একজন কাফিরের কথায় কি এই মাধুর্য, এ কল্যাণ ও প্রভাব সৃষ্টি করা হয়েছে? মোহাম্মদ হুসেইন বাটালভীর মতো যারা নিজেদের মু'মিন বলে দাবী করেছিল এবং আট হাজার মুসলমানকে কাফির বলছিল, এ জলসায় খোদা তা'লা তাদেরকে কেন লাঞ্ছিত করলেন? এটা কি সেই ইলহামের পূর্ণতা নয় যে, যারা তোমার লাঞ্ছনা চাইবে আমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করব। এই মহান জলসায় এমন ব্যক্তিকে কেন এত সম্মান দেয়া হলো, যিনি মৌলভীদের দৃষ্টিতে কাফির ও মুরতাদ। কোন মৌলভী কি এর উত্তর দিতে পারবে? প্রবন্ধের মাহাত্ম্যের কারণে প্রাপ্ত সম্মান ছাড়াও সেদিন সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে যা এই প্রবন্ধ সম্পর্কে পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল অর্থাৎ 'এই প্রবন্ধটি সকল প্রবন্ধের উপর বিজয়ী হবে' এবং এ বিজ্ঞাপনটি জলসার পূর্বেই সকল বিরুদ্ধবাদীর নিকট পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং এই দিন সে ইলহামও পূর্ণ হয়েছে এবং লাহোর শহরে এই আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল যে, প্রবন্ধের মাধ্যমে কেবল ইসলামের বিজয়ই অর্জিত হয়নি বরং একটি ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে।' হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) 'ইসলামী নীতি দর্শন' প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব মোবাহেলার পর আমরা এ সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছি। এখন কোন মৌলভী আমাদের বুঝাক যে, মোবাহেলার পর আব্দুল হক পৃথিবীতে কোন্ সম্মানটা পেয়েছে? লোকদের মাঝে তার কোন্ গ্রহণযোগ্যতাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আর্থিক উন্নতির কোন্ কোন্ দ্বার তার জন্য খুলেছে? জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন্ মুকুট তাকে পরানো হয়েছে?'**

তিনি (আ.) বলেন, **'আমি মোবাহেলার এ দশটি বরকত বা কল্যাণের কথা লিখেছি। কত দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা যারা এই মোবাহেলাকে অকার্যকর মনে করে! فعليهم أن يتدبروا ويفكروا في هذه العشرة الكاملة.** (আনজামে আথম-রূহানী খাযায়েন-একাদশ খন্ড-পৃ:৩০৯-৩১১ এর পাদটীকা)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিদর্শন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমর্থনে যেসব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন এবং শত্রুরা যে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে লিখেছেন, **'কুরআন করীমের আয়াত وأما بنعمة ربك فحدِّثْ অনুযায়ী আমি নিজ সম্পর্কে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেই নিয়ামত দান করেছেন যা আমার নিজ প্রচেষ্টায় নয় বরং মাতৃগর্ভেই আমাকে দান করা হয়েছিল। আমার সমর্থনে তিনি যতগুলো নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, আমি যদি সেগুলোকে এক একটি করে গণনা করি তবে আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি, তা তিন লাখের অধিক হবে।'** (এটি ১৯০৬ সালের কথা)। **'কেউ যদি আমার কসম খাওয়াকে বিশ্বাস করতে না পারে, আমি তাকে প্রমাণ দিতে পারি। কতক নিদর্শন এমন যা সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সাথে সম্পর্ক রাখে। কতক নিদর্শন এমন, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে আমার অভাব দূর হওয়া ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং কতক নিদর্শন এমন রয়েছে, যা মোতাবেক তিনি তাঁর এ প্রতিশ্রুতি: إني مهين من أراد إهانتك** (ইন্নি মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা-অর্থাৎ যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে আমি তাদের লাঞ্ছিত করব) **অনুযায়ী আমার উপর আক্রমণকারীকে লাঞ্ছিত করেছেন।'**

আজও আমরা এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করছি। অনেক স্থানে তা দেখা যায়। এই ইলহামের পরিপূর্ণতার অনেক ঘটনা রয়েছে আর বিভিন্ন দেশে তা ঘটছে।

তিনি (আ.) বলেন, **'কতক নিদর্শন এমন রয়েছে, যা মোতাবেক তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করেছেন। কিছু নিদর্শন আমার প্রত্যাদিষ্ট জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। কেননা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কোন মিথ্যাবাদীকে এমন সুদীর্ঘ আয়ুস্কাল দেয়া হয়নি। কিছু কিছু নিদর্শন যুগের অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়।'**

একই অবস্থা আজও বিরাজ করছে এবং অবস্থা ইমামের আবশ্যকতার প্রতি ইঙ্গিত করছে। সর্বত্র আমরা ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলোতে এ অশান্তি সব চাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি (আ.) বলেন, **'কতক নিদর্শন যুগের অবস্থার সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ যুগ কোন ইমামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বন্ধুদের পক্ষে আমার দোয়া গৃহীত হওয়ার কতক নিদর্শন রয়েছে আর দুষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার দোয়ার কার্যকারীতা প্রকাশ পেয়েছে। কতিপয় গুরুতর অসুস্থ্য ব্যক্তি আমার দোয়ায় আরোগ্য লাভের কতক নিদর্শন রয়েছে আর তাদের আরোগ্য লাভের পূর্বেই আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে। কোন কোন নিদর্শন এমন যে, আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় মর্যাদাশালী ব্যক্তিরা স্বপ্ন দেখেছেন যারা প্রখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন এবং তারা মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন হলেন, সিন্ধুর সাহেবুল আলম পীর খাজা গোলাম ফরিদ চাচড়াওয়ালা– যার প্রায় এক লাখ মুরিদ ছিল। কতক নিদর্শন এমন রয়েছে যে মোতাবেক হাজার হাজার মানুষকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত; তারা কেবল এ কারণে আমার হাতে বয়'আত করেছেন** (আজও আমরা

এ দৃশ্য দেখছি)। কেউ কেউ এ কারণে বয়'আত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-কে তারা স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি (সা.) বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার শেষ খলীফা ও মসীহ্ মওউদ। কিছু কিছু এমন নিদর্শনও রয়েছে যে, কতক অভিজাত ব্যক্তিবর্গ আমার আগমনের পূর্বেই আমার নাম নিয়ে আমার মসীহ্ মওউদ হবার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন নিয়ামতুল্লাহ্ ওলী ও লুধিয়ানার জামালপুর নিবাসী মিয়া গোলাব শাহ্।' (হাকীকাতুল ওহী-রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড-পৃ:৭০-৭১)

অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, 'যখন আমি ১৯০৪ সালে করম দ্বীনের ফৌজদারী মামলার জন্য ঝিলাম যাচ্ছিলাম পতিমধ্যে আমার ওপর ইলহাম হল أريك بركات من كل طرف (উরিকা বারাকাতিন মিন কুলি তারাফিন) অর্থাৎ সকল দিক থেকে তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করবো। তখনই জামাতের সবাইকে এ ইলহাম শুনিয়ে দেয়া হয়েছে বরং আল্ হাকাম পত্রিকায় তা প্রকাশও করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এভাবে পূর্ণ হল যে, যখন আমি ঝিলামের নিকট পৌঁছলাম তখন প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসল। গোটা রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। তারা এমন বিনীত অবস্থায় মিলিত হয় যেন সিজদা করছিল। এছাড়াও জেলা আদালতের চতুর্পার্শ্বে মানুষের এমন ভীড় ছিল যে, প্রশাসন অবাক হয়ে গেল। এগারশত পুরুষ এবং দুইশত মহিলা বয়'আত করে এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হল। করম দীন আমার বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিল তা খারিজ করে দেয়া হল। আর অনেক লোক ভালবাসা ও বিনয়ের সাথে নযরানা এবং উপঢৌকন পেশ করল। এভাবে আমি সকল দিক থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসলাম। খোদা তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করলেন।'

বারাহীনে আহমদীয়াতে অপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, سبحان الله تبارك وتعالى، زاد مجدك. يَنقطع آباؤُك ويُبدأ منك (সুবহানাল্লাহে তাবারাকা ওয়া তায়ালা যাদা মাজদাকা ইয়ানকাতাউ আবাউকা ওয়া ইউবদাও মিনকা) {বারাহীনে আহমদীয়া-পৃ:৪৯০} অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার ত্রুটি হতে মুক্ত এবং অতীব কল্যাণের অধিকারী। তিনি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তোমার পিতৃপুরুষের নাম-ডাক মুছে ফেলা হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাধ্যমে এ বংশের সম্মানের ভিত্তি রাখবেন।

'এটা সে সময়কার ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমাকে কোনভাবেই মর্যাদাবান মনে করা হত না। আমি এতটা অপরিচিত ছিলাম যেন পৃথিবীতে আমার কোন অস্তিত্বই নেই। এ ভবিষ্যদ্বাণী করার পর এ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন ভাবা উচিত, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি কত স্পষ্টরূপে পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার লোক আমার জামাতভূক্ত রয়েছে, ইতোপূর্বে কে জানত যে, পৃথিবীতে আমি এতটা সম্মান লাভ করবো? সুতরাং তাদের জন্য পরিতাপ! যারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এরপর এ ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বংশধরের প্রতিশ্রুতি ছিল তারও ভিত্তি রাখা হয়েছে। কেননা এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর চারজন পুত্র সন্তান, এক পৌত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে যারা তখন ছিল না।' (হাকীকাতুল ওহী-রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড-পৃ:২৬৩-২৬৫)

আজ যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন সেভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানও পৃথিবীময় বিস্তৃত আছেন আর প্রতিদিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন প্রত্যেক দেশে সকল জাতিতে আমরা নিত্য নতুন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি এবং

মির্যা গোলাম আহমদের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন সেই আল্লাহ্ তা'লা যিনি সর্বদা সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং প্রতিটি স্থানে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দশন দেখিয়েছেন। তিনি যাকে চান মর্যাদা দান করেন। তিনি বলেছেন, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার আজ পর্যন্ত পূর্ণ করে চলেছেন। তাঁর এ প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পূর্ণ হবে যে, তিনি তাঁর মান্যকারীদের কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর জয়যুক্ত করবেন।

অতএব সেই বিজয়ের অংশীদার হবার লক্ষ্যে প্রত্যেক আহমদীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল দাবীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করত: এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে চেষ্টা করা উচিত এবং এ দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সর্বদা এর সাথে সম্পৃক্ত রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সাথে যেসব নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো হতে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত থাকা প্রয়োজন।

আহমদীয়াতের বিরোধীরা বিভিন্ন সময় তাদের হৃদয়ের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করতে থাকে। সাধারণত পাকিস্তানের অবস্থাতো এমন যে, কোন মৌলভীর দৃষ্টিতে কেউ অপছন্দনীয় হলেই তাকে আল্লাহ ও রসূলের নামে ধরিয়ে দেয়, বিষোদগার করে, এভাবে অন্যায় বশতঃ ইসলাম ধর্মকে দুর্নাম করতে থাকে। পরিণামে আজ সারা পৃথিবীতে দেশটির দূর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তারা আহমদীদের উপর অত্যাচার করে, তাদের ইবাদতের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে, তাদের কলেমা পাঠে বাঁধা দেয়। এরা আহমদীদের কলেমাও কেড়ে নিতে পারেনি আর ইবাদত থেকে বিরত রাখতে পারেনি কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা এমন যে, অন্তঃকলহ ও ফিৎনা-ফাসাদের কারণে তাদের মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের নির্দেশে তাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়, সেখান থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হয়।

এ হলো সার্বিক অবস্থা– কিন্তু সেখানে ইসলামের নামে নির্যাতন এতটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, কিছুদিন পূর্বে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের উপর বর্বরতার নৃশংস দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। মোল্লা ইসলামের নামে, যে কোন কাজকে ইসলাম পরিপন্থী ঘোষণা দিয়ে যাকে খুশী তার উপর নির্যাতন শুরু করিয়ে দেয়। দেশে কোন আইন নেই আর এটাই দেশের সার্বিক চিত্র। আইনহীনতার রাজত্ব চলছে। আইনের শাসন চলবে বলে তারা স্লোগান দেয় আর বলে যে, বিচার বিভাগ পুনর্বহাল হয়ে গেছে এবং অমুকটা হয়ে গেছে তমুকটা হয়ে গেছে কিন্তু কার্যতঃ এ আইনের শাসন কথাটি কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যখন কোন গরীব নাগরিকের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন আসে তখন তাদের এসব আইন উধাও হয়ে যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীদের, বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীদের স্বদেশের জন্য দোয়া করা আবশ্যক। আমি পূর্বেও বলেছি, ১৯৭৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৮৪ সালে যখন তারা এ আইনটি পাশ করেছে এরপর থেকে পাকিস্তানে বিশেষ করে আহমদীদের ওপর চরম অত্যাচার

হয় এবং হচ্ছে। যে কেউ তাদের নিজেদের মনগড়া ইসলামের নামে যাকে ইচ্ছে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করছে। আইন এবং রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে মৌলবীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে এবং মৌলবীদের ভয়ে এমন কেউ নেই যে, সুবিচার করতে পারে।

অতএব আহমদীরা এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করুন কেননা পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীরা, আপনারা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনয়াবনত হোন, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করুন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যেই কাজ করুন, বেশি বেশি সদকা করুন। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে; তাই আহমদীয়া জামাত উন্নতি করবেই ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন সকল আহমদীকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের জামাতকে তাঁর বিশেষ নিরাপত্তায় রাখেন।

যুক্তরাজ্যে জলসা হয়েছে, জলসার পর থেকে আরবের কোন কোন দেশেও সেখানকার সরকার আহমদীদের বিরক্ত করা আরম্ভ করেছে। তারা ক্ষেপে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকে বোধ-বুদ্ধি দিন যাতে তারা বিরোধিতার পরিবর্তে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীকে মেনে নেয়। আর মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে ঈমানী দৃঢ়তা দান করুন।

আজও একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। মুলতানে মোকাররম রানা আতাউল করীম নূন সাহেব নামে আমাদের একজন যুবক ছিলেন। গতকাল তিনজন অস্ত্রধারী ঘরে ঢুকে তাকে শহীদ করেছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। জামা'তের সাথে গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। কিছু দিন থেকে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল কেননা কতিপয় সন্দেহভাজন তার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। এ জন্য রাতের বেলা দু'ভাই পালাক্রমে বাড়ি পাহারা দিতেন।

শাহাদাতের ঘটনা যেভাবে ঘটে তা হলো, তিনি দশ পনের মিনিটের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে কোন ধোপার দোকানে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েক মিনিট সময় লেগেছে। বাইরের বৈঠকখানার দরজাটা ভুলে খুলে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এ সুযোগে সেই অস্ত্রধারী তিন যুবক ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বাড়ির লোকদের গৃহবন্দী করে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। ঘরে ঢোকা মাত্র তাঁকে (মররহুমকে) গুলি করে। তাঁর শরীরে তিনটি গুলি বিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন, ব্যবসা করতেন, কৃষিতে এম.এস-সি. পাশ করেছেন। তিনি পিতামাতা, স্ত্রী ছাড়াও দু'টি কন্যা সন্তান এবং তিন বোন ও চারজন ভাই রেখে গেছেন।

এখন আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো এবং একটি জানাযা হাযেরও রয়েছে যা চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেবের জানাযা। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইন্সপেক্টর ছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট

ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন এবং পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, সিলসিলার প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি খিলাফতের সাথে পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। তার এক ছেলে হাবিবুল্লাহ্ তারেক জার্মানির সেক্রেটারী সানাত ও তিযারাত। আরেক ছেলে আমাদের মুবাল্লেগ, বর্তমানে ফিজির আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ– ফজলুল্লাহ্ তারেক সাহেব। মরহুম এখানকার আনসারুল্লাহ্র নায়েব সদর আব্দুর রশিদ সাহেবের শ্বশুর ছিলেন। তার মৃতদেহ এখানে আনা হয়েছে। এরসাথে এই জানাযাও পড়াবো।

এ ছাড়াও পূর্বেই হয়তো ঘোষণা হয়ে থাকবে যে, আরো কয়েকটি জানাযা গায়েব রয়েছে যেগুলো একইসাথে আদায় করা হবে। একটি আমেরিকার লসএঞ্জেলসের অধিবাসী মোকাররম মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের জানাযা, অন্যটি চৌধুরী খাদেম হোসেন আসাদ সাহেবের। ইনি সিন্ধুর নাসেরাবাদে ম্যানেজার ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশের কুনরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি এখানকার ডা: তারেক বাজওয়া সাহেবের পিতা ছিলেন। সিরিয়া নিবাসী মোকাররম লোয়ী নাহাবী সাহেব, সাজ্জাদ আহমদ সাহেব মুরব্বী, রাবওয়াতেই তাকে কেউ হত্যা করেছে, লাহোরের অধিবাসী আমাতুল বাসীর মেহরীন সাহেবা এবং রেহানা হামিদ সাহেবা। জানাযায়ে হাযেরের সাথে তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে। আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। তাদের পরিবারকে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের যৌথ উদ্যোগে অনুদিত)